দৈনিক সংবাদ

তারিখ 1 3 NOV 1986
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

• 000 04

সংসদ সদস্যদের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান

ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের অংগ হিসেবে না থাকার আইন প্রণয়ন করুন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন হিসেবে কোন ছাত্র সংগঠন যাতে না থাকে সেজন্য আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সংসদে বিল উত্থাপন করতে সংসদ সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বুধবার বিকেলে সংসদ ভবনের নর্থ প্লাজায় জাতীয় পার্টি কর্তৃক তার সম্মানে আয়োজিত 'গণসংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে যেয়ে রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের প্রতি এই আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা ও দেশকে বাঁচানোর জন্য শিক্ষাঙ্গন কলুষমুক্ত করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন: "আসুন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য ছাত্র রাজনীতির দ্বার বন্ধ করি। এটা করতে পারলে জাতির ভবিষ্যৎও নিশ্চিত হবে। যেসব রাজনৈতিক নেতা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করবে এবং ছাত্রদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করবে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনের বোমাবাজি ও সন্ত্রাসমূলক কাজ বন্ধ করে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের অংগ-সংগঠন হিসেবে কোন ছাত্র সংগঠন যাতে না থাকে সেজন্য সংসদে বিল উত্থাপন করতে আপনাদের অনুরোধ করছি।"

'প্রশাসক এরশাদকে দেখার সময় এসেছে'

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, জনগণ কঠোরহস্তে শাসন করার জন্য আমাকে ম্যাণ্ডেট দিয়েছেন। এত দিন আপনারা কবি এরশাদকে দেখেছেন, এবার প্রশাসক এরশাদকে দেখার সময় এসেছে।

তিনি বলেন, "আমি সৈনিকদের কখনো জনগণের মুখোমুখি করতে চাইনি। ১০ কোটি মানুষ এখন আমার সৈনিক। অপোষ এবং বিশৃংখলাকে আর প্রশ্রয় দেয়া হবে না। যারা বাস পোড়াবে, সম্পদ নষ্ট করবে, বোমাবাজি করবে তাদের ক্ষমা করা হবে না। জনগণের ম্যাণ্ডেট অনুযায়ী আমি দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

রাষ্ট্রপতির আহ্বান

(১ম পাতার পর)

শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনবোই।"

সপ্তম সংশোধনী

রাষ্ট্রপতি এরশাদ আরো বলেন ৭ম সংশোধনী সম্পর্কে অনেক সমালোচনা শুরু হয়েছে। ৭ম সংশোধনী নিয়ে নাকি 'তামাশা' করা হয়েছে। এই বিল সংসদ পাশ করেছে। আমি সই করি না করি এই বিল পাস হয়ে যেতই। তিনি বলেন, অতীতে সংবিধানের যে সব সংশোধনী করা হয়েছে, সে সব ইতিহাস কলংকজনক। আগের সংশোধনীর সময় মাত্র ১টি রাজনৈতিক দলই বিতর্কে অংশ নিয়েছে কিন্তু ৭ম সংশোধনীর বিল পাসের সময় ৫টি রাজনৈতিক দল বিতর্কে অংশ নিয়েছে। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংসদ সদস্যরা সামরিক আইন প্রত্যাহারের জন্য ৭ম সংশোধনী বিল পাস করেছেন। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই।

বিরোধীদলের যেসব সংসদ সদস্য ৭ম সংশোধনী বিলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন তাদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, "আমার প্রত্যাশা, আগামী দিনেও আপনারা অকুতোভয়ে এগিয়ে আসবেন। আপনারা সরকারের সমালোচনা করুন, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু সরকারের যেসব কাজ জনগণের কল্যাণে আসবে, তা সমর্থন করুন।"

কেন হরতাল?

গত ১০ই নভেম্বরের হরতালের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, ওই দিন একজন কূটনীতিক আমাকে টেলিফোন করে হরতাল প্রসঙ্গে জানতে চান। আমি তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। বাংলাদেশে এত দল আছে যে, যার সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। তিনি বলেন, যারা ওইদিন হরতাল ডেকেছেন, তারাও জানতেন না কেন হরতাল ডাকা হয়েছে। তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার চেয়েছেন। ওই দিনই তো সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবুও কেন হরতাল?

তিনি আরো বলেন হরতালের সময় একজন কিশোর মারা গেছে। হরতাল আহ্বানকারীরা ওই কিশোরের জানাজা করে প্রহসন করেছেন। তারা লক্ষ্যহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন রাজনীতি করেন। জনগণ তাদের বর্জন করেছে। আমার সংগ্রাম সফল হয়েছে, জনগণের রাজনীতি ফিরে এসেছে।

হরতালের দিন নিহত কিশোর শাহাদাতের পিতা-মাতার উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, আপনাদের ছেলে ওই দিন সরকার না বিরোধী দলের কারণে মারা গেছে, সে প্রশ্ন করুন।

শালীনতার রাজনীতি

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, দায়িত্ব গ্রহণের সময় গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেয়ার এবং স্থগিত সংবিধান পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। দেশে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থগিত সংবিধান যেমন ছিল, ঠিক সেভাবেই পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে আমি জাতীয় পার্টির নেতা ও কর্মী এবং ১০ কোটি মানুষের কাছে ঋণী। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, বিশৃংখলা এবং বোমাবাজির মধ্যে আমি শালীনতা আনতে পারিনি। আমি রাজনীতিতে নতুন ধারার প্রবর্তন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই রাজনীতি হচ্ছে শালীনতার রাজনীতি এবং সরকারী ও বিরোধী দলের সমঝোতার মধ্য দিয়ে জনগণের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে আমি এগিয়ে যাবো।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, আর সংঘাত, ভেদাভেদ, বিদ্বেষ নয়। আসুন, ১০কোটি মানুষকে একত্রিত করে সব সমস্যার সমাধান করে অর্থনৈতিক মুক্তি আনি।